KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 12 ● Bardhaman ● 30 November 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● চুক্তি ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটর,চুক্তি ভিত্তিক কর্মী এবং বিএসকে স্টাফ দিয়ে করা যাবে না এসআইআরের ডাটা এন্ট্রির কাজ, কড়া নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অমান্য করে যারা চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের দিয়ে এসআইআরের ডাটা এন্ট্রির কাজ করাচ্ছেন সেই সব বিডিও/ইআরও/এইআরও'র বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

● এসআইআরের কাজে যদি চুক্তি ভিত্তিক কর্মী দিয়ে ডাটা এন্ট্রি করা না যায় তাহলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং প্যারা টিচারদের দিয়ে বিএলও'র কাজ করানো কতটা যুক্তিযুক্ত ? উঠছে প্রশ্ন।

● স্কুল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই স্কুল টিচারদের বিএলও'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। স্কুল চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন প্রধান শিক্ষকরা। শিকেয় উঠেছে বিভিন্ন স্কুলের পঠন পাঠন।

● জামালপুরের আবুজহাটি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত টেরাপুর পল্লীমঙ্গল হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল।

● ''বর্ধমানের ডিএম এখানে আছেন বেআইনিভাবে। ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার হওয়ার যোগ্যতা তার নেই। ডিএম এখানে অবৈধ কার্যে যুক্ত'', বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

● ''বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের সোর্স অফ ইনকাম কি ?'' প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● হুগলি,পূর্ব বর্ধমান এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ডিএম তৃণমূলের নির্বাচনী এজেন্টের মতো কাজ করছেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

● এসআইআর নিয়ে তৃণমূল নেতারা মুখে যাই বলুক না কেন কাজটা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে দলকে যেভাবে মাঠে নামিয়েছে তাতে বিএলও'দের অনেক সুবিধা হচ্ছে,কাজও হচ্ছে দ্রুত গতিতে।

(এরপর চারের পাতায়)

পথশ্রীর হতশ্রী চেহারা ! দেড় বছর পার হয়ে গেল,কিন্তু এখনও শেষ হল না রাস্তা নির্মাণের কাজ ! চরম ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন

নিজস্ব সংবাদদাতা - রাস্তা শুরু হওয়ার বোর্ড পড়েছে দেড় বছর আগে, কিন্তু এখনও শেষ হল না রাস্তার কাজ, বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈরবপুর মহাপ্রভুতলা থেকে পূর্ব পাড়া হয়ে ডাকাতিয়া খালের বাঁধ দিয়ে মথুরাপুর ডাকাতিয়া পুল পর্যন্ত নতুন পিচ রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ৮ মার্চ ২০২৪ ,কিন্তু এখনও রাস্তার কাজ শেষ হয় নি,বন্ধ

হয়ে পড়ে আছে।কোনো এক অজানা

(এরপর তিনের পাতায়)

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং মেমারি ২ নং ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় পাহাড়হাটি গোপালমনি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত ধরতী আবা বিরসা মুন্ডার ১৫১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও জয় জোহার মেলার শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানি এ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ধনেখালির বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী'র হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

শুভেন্দুর পাল্টা তৃণমূলের সভায় লোকারণ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা - কয়েক দিন আগে মেমারির পাল্লা ক্যাম্পের উদয় সংঘের

মাঠে সভা করে একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ও নেতাদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করে এসআইআর নিয়ে নানা কথা বলে গেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বিকল পানীয় জলের প্রকল্প,চরম ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন - জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর তাঁতিপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে পানীয় জলের প্রকল্পটি। বার বার বলা সত্ত্বেও সারাবার কোনো উদ্যোগ নেই পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের,অভিযোগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,পাড়াতল ২ নং পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে পানীয় জলের এটিএম। কিন্তু ইলেকট্রিকের কোনো বৈধ কানেকশন নেই। হুকিং করেই চলছে পানীয় জলের এটিএম।কিন্তু দিন কয়েক আগে মথুরাপুর গ্রামে ইলেকট্রিক লাইনে কেবিল তার হওয়ায় ওয়াটার এটিএমের হুকিংয়ের তার খুলে দেওয়া

হয়েছে। ওয়াটার এটিএমটিও দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে।গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে বিকল

(এরপর তিনের পাতায়)

খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,সঙ্গে ছিলেন ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ এবং খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথি দে'র হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

জামালপুর থানার ওসি কৃপাসিন্ধু ঘোষের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

খবর সোজাসুজি
Volume-3 ● Issue- 12 ● 30 November, 2025

প্রসঙ্গ ১০০ দিনের কাজ

রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ একশো দিনের কাজ। আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে প্রায় ৩ বছর এই প্রকল্পে বাংলাকে টাকা দেওয়া বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র। সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট কেন্দ্র সরকারকে পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে একশো দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেও বাংলায় এখনও শুরু হয়নি একশো দিনের কাজ। টাকাও বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। কবে কাজ শুরু হবে তার অপেক্ষায় দিন গুনছেন বাংলার লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১০০ দিনের কাজে জব কার্ড হোল্ডারদের বকেয়া মজুরি রাজ্য সরকার মিটিয়ে দিলেও এখনও মেলেনি মালপত্র সরবরাহকারী কন্টাক্টরদের টাকা। শোচনীয় অবস্থা ১০০ দিনের কাজে মালপত্র সরবরাহকারী বেশিরভাগ কন্টাক্টরদের। কোটি কোটি টাকা বাকি। অনেক কন্টাক্টরের বিল রেডি হয়ে অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত এফটিও হয়নি। তাদের অনেকেই এখন লোন করে কোনো রকমে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তিন বছর পার হয়ে গেল,তবুও বকেয়া টাকা পেল না কন্টাক্টররা। রাজ্য সরকার জব কার্ড হোল্ডারদের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দিলেও কেন এখনও দেওয়া হল না ১০০ দিনের কাজে মালপত্র সরবরাহকারী কন্টাক্টরদের টাকা ? এখনও কেন বঞ্চিত ১০০ দিনের কাজে মেটেরিয়াল সাপ্লাইয়াররা ? ১০০ দিনের কাজে মালপত্র সরবরাহ করে তারা কি অপরাধ করে ফেলেছেন ? কেন কোনো উচ্চবাচ্য নেই মেটেরিয়াল সাপ্লাইয়ারদের বকেয়া টাকা নিয়ে ? ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির ধুয়ো তুলে কেন্দ্রীয় সরকার বকেয়া টাকা না দিলেও জব কার্ড হোল্ডারদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিল রাজ্য সরকার, তাহলে মেটেরিয়াল সাপ্লাইয়ারদের বকেয়া টাকা রাজ্য সরকার কেন মিটিয়ে দিল না ? মেটেরিয়াল সাপ্লাইয়ারদের কি সংসার নেই ? দুর্নীতির অভিযোগে বছরের পর বছর কোনো প্রকল্প কি আটকে রাখতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূলের সভায় লোকারণ্য

সেই মাঠেই পাল্টা সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এসআইআর ইস্যুতে এদিনের সভাটি করা হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডা: শর্মিলা সরকার, মেমারিরবিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য, মেমারি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, জামালপুরের বিধায়ক অলক মাঝি সহ জেলার অন্যান্য বিধায়ক, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যমাপ্রসন্ন লোহার, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সন্দীপ বসু, মহিলা সভানেত্রী লীলা মুন্সী সহ সকল শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, জেলা পরিষদের মেন্টর মহম্মদ ইসমাইল এবং সমস্ত ব্লকের ব্লক সভাপতিরা। পরিবহন মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন,কেউ ভয় খাবেন না,কারোর নাম বাদ যাবে না। সকলের পাশে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, প্রচুর মানুষ ছিন্নমূল হয়ে ওপার বাংলা থেকে এখানে এদেশে আছেন, বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা। আজ বিজেপি তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাইছে। অথচ এই মানুষগুলো এতদিন এখানেই আছেন,অনেকের জন্ম এদেশেই।এখানেই তাঁরা ভোট দিয়েছেন, সরকার গড়তে সাহায্য করেছেন। আর আজ এদেরকেই অবৈধ বলা হচ্ছে।সিএএ ফর্ম ফিলাপ করে তবেই তাঁরা এসআইআর ফর্ম ফিলাপ করতে পারবে।তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে বলেন,এই মাঠে এসেই তিনি উল্টোপাল্টা কথা বলে গেছেন। তিনি বলছেন এসআইআর এর মাধ্যমে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন। বিরোধী দলনেতা সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা বলছেন কারণ ডিসেম্বরে যখন খসরা ভোটার লিস্ট বেরুবে তখন দেখা যাবে এই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নামই বেশি বাদ যাবে।একই ভাবে তিনি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরেরও সমালোচনা করেন।শেষে তিনি বলেন,খসরা ভোটার লিষ্টে নাম না থাকলে কেউ ভয় খাবেন না। সকলে একজোট থাকুন। সকলের পাশে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই তাঁরা করে যাবেন। বিজেপি যদি মনে করে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দখল করবে সেটা হবে না।এটা বিহার নয় এটা পশ্চিমবঙ্গ।শেষ পর্যন্ত লড়াই হবে।তাই কেউ ভয় না পেয়ে আগামী ২৬ এর নির্বাচনে এই বিজেপিকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে।পাল্লা ক্যাম্পের উদয় সংঘের মাঠে কর্মী সমর্থকদের তিল ধারণের জায়গা ছিল না।জামালপুর থেকে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন ও বিধায়ক অলক কুমার মাঝি বিশাল মিছিল করে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সভায় যোগদান করেন।মেহমুদ খাঁন বলেন,বাংলার মাটি দূর্জয় ঘাঁটি। এখানে কোনো জারি জুরি চলবে না। ২০২৬ এর নির্বাচনে আবার বিপুল সংখ্যক আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

রাজ্যপালের ভবন বনাম জনকল্যাণ - অস্তিত্ব, অর্থ এবং রাষ্ট্রচেতনার গভীর দ্বন্দ্ব

পীযূষ সিংহ রায়

মানবসমাজের বিবর্তন যত গভীর, রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধ তত জটিল। রাষ্ট্রের আয়তন বাড়ে ভূখণ্ডে,কিন্তু তার প্রকৃত বিস্তার ঘটে মানুষের চেতনায়।আর সেই চেতনার কেন্দ্রে একটি মৌলিক প্রশ্ন চিরকাল ঘুরে বেড়ায় - রাষ্ট্র কি অতীতের সৌন্দর্যকে বহন করার জন্য, নাকি বর্তমানের জীবনের ভার লাঘব করার জন্য ? একটি প্রদেশের রাজ্যপালের ভবন যেন এই প্রশ্নটির অবয়ব। চল্লিশ একর জোড়া সেই প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে,যেন সময়ের বুকে খোদাই করা এক মহাগ্রন্থ। তার দেওয়ালে লেগে আছে সাম্রাজ্যের ছায়া,তার সিঁড়িতে আছে অতীতের পদচিহ্ন,তার ঝাড়বাতিতে আছে স্মৃতির জ্যোতিষ্মান আলো। কিন্তু সৌন্দর্যের বুকে যে প্রশ্নটি নীরবে ধুকধুক করে তা হলো, এই স্থির সৌন্দর্যের মূল্য কি প্রাণতৃষ্ণ মানুষের চাহিদার চেয়ে বড় ?

ঐতিহ্যের নীরবতা বনাম জীবনের স্পন্দন - ঐতিহ্য নীরব। তার ভাষা প্রতিধ্বনিতে ভরপুর,কিন্তু তা শোনার কান দরকার। সে মানুষের দিকে হাত বাড়ায়, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আহ্বান করে না। অন্যদিকে মানুষের প্রয়োজন চিরজাগ্রত। তার কান্না,তার আর্তি,তার ক্ষুধা - সবই শব্দময়,তা উপেক্ষার সুযোগ নেই। রাজ্যপালের ভবন তাই শুধু একখণ্ড স্থাপত্য নয় ; এটি দুই নৈতিক শক্তির সংঘর্ষস্থল - একদিকে স্থির ঐতিহ্য,অন্যদিকে চলমান মানবজীবন। ঐতিহ্য বলে,''আমাকে রক্ষা করো, আমি তোমার অতীত।'' মানুষ বলে,''আমাকে বাঁচতে দাও, আমি তোমার ভবিষ্যৎ।'' রাষ্ট্র কোথায় দাঁড়াবে ?

মানবজীবনের অদৃশ্য মূল্য - কোটি কোটি টাকা দিয়ে প্রাসাদের আলো জ্বলে,কিন্তু এই আলো কি একজন প্রসূতি মায়ের নিঃশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে ? এই অর্থ দিয়ে লনের ঘাস সবুজ থাকে,কিন্তু এই সবুজ কি কোনও শিশুর অপুষ্ট শরীরে রং ফেরাতে পারে ? ঝাড়বাতির স্ফটিক কাচ জ্বলজ্বল করে,কিন্তু এই জ্যোতি কি কোনও অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামের বিদ্যালয়ে আশা ছড়িয়ে দিতে পারে ? এখানেই প্রশ্নের গভীরতা। রাষ্ট্র যখন সৌন্দর্যের জন্য ব্যয় করে,তখন কি

সে মানুষের অস্তিত্বকে গৌণ করে? অর্থনীতি এখানে পরোক্ষ,দর্শন এখানে প্রত্যক্ষ।

দর্শনের দৃষ্টি থেকে অগ্রাধিকার, অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিতে - মানুষের অস্তিত্বই রাষ্ট্রকে জন্ম দেয়;তাই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মোক্ষম দায়িত্ব, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা। যে ঐতিহ্য মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যর্থ,তা শুধু স্মৃতি ; আর স্মৃতি মানুষের ক্ষুধা মেটায় না।

নৈতিক দৃষ্টিতে - রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যয় একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত। প্রাসাদের খরচ রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করে,''তুমি কার পাশে দাঁড়ালে ? ঝাড়বাতির,না শিশুর?''

অভিজ্ঞানমূলক দৃষ্টিতে - রাষ্ট্রের সৌন্দর্য কোনও স্থাপত্যে নয়; রাষ্ট্রের সৌন্দর্য মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে নিশ্চিত করায়। যে রাষ্ট্র মানুষের চোখে সম্মান চায়,তাকে প্রথমে মানুষের চোখের অশ্রু মুছতে জানতে হয়।

সমাধানের দর্শন - আমাদের প্রস্তাব,প্রাসাদের অর্ধেক অংশ জাদুঘর করা,সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার, ব্যয় কমানো। এটি কেবল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নয় ; এটি একটি গভীর দর্শনচিন্তার প্রতিফলন। এটি বলে,''ঐতিহ্যকে সম্মান করো,কিন্তু মানুষের প্রয়োজনকে অবহেলা কোরো না।'' ঐতিহ্য যেন নদীর পাড়,স্থির, অচঞ্চল। মানুষের প্রয়োজন হলো নদীর স্রোত,চলমান, প্রবাহমান। পাড়ও দরকার,স্রোতও দরকার। এদের সমন্বয়েই নদী পূর্ণতা পায়। রাষ্ট্রের সত্যিকারের মহিমা কোথায় ? রাজ্যপালের ভবন তার জৌলুস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত জৌলুস প্রকাশ পাবে সেই ৫০টি নতুন শ্রেণিকক্ষে,সেই ২০টি উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে,সেই শিশুটির চোখে,যে প্রথমবার অক্ষর চিনতে শিখছে,সেই বৃদ্ধার মুখে,যে চিকিৎসা পেয়ে নতুন করে বাঁচতে চাইছে।ঐতিহ্য ইতিহাসের সৌন্দর্য বহন করে,কিন্তু মানুষের কল্যাণ ভবিষ্যতের আলো বহন করে। যে রাষ্ট্র দুইকে মিলিয়ে দিতে পারে,সেই রাষ্ট্রই প্রকৃত অর্থে সভ্য।

শেষ নির্যাস - কোনটা আমাদের অগ্রাধিকার ? একটি প্রাসাদের ঝাড়বাতি কি একটি শিশুর জীবন থেকে বেশি মূল্যবান ? এক একর লন কি একজন রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ? একটি ভোজসভা কি একজন শিক্ষকহীন গ্রামের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ? এই প্রশ্নগুলো উত্তর চায় নাখ. এগুলো আমাদের চিন্তাকে গভীর করে। কারণ উত্তর আমাদের হৃদয়েই লেখা রয়েছে।

খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী সুরজ শেঠের হাতে উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

গাড়লমুড়ি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে বাহাদুরপুর হয়ে কালাপাহাড় পুল পর্যন্ত জামালপুর যাবার রাস্তার বেহাল দশা।রাস্তার পিচ উঠে পাথর গড়াগড়ি খাচ্ছে।একদম দাঁত বের করা অবস্থা।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।

দায়সারা কাজ পিডব্লিউডির

নিজস্ব প্রতিবেদন - খবর সোজাসুজি'র খবরের জেরে প্রশাসন নড়াচড়া করল বটে কিন্তু বড্ড দায়সারা ভাবে। দিন পাঁচেক আগে খানপুর থেকে গুড়াপ

পর্যন্ত ২৩ নং রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে খবর সোজাসুজি ফেসবুক পেজে খবর করেছিলাম।সঙ্গে দিয়েছিলাম চোপা রথতলা এলাকার রাস্তার ছবি।খবর প্রকাশের পর চোপা রথতলা এলাকার রাস্তার গর্তটাই কেবলমাত্র বোজানো হয়েছে,তাও অর্ধেকটা।পুরো রাস্তার কাজ হওয়া তো দূরের কথা,পুরো গর্তটা বোজানো হয়নি।কয়েক দিন আগে দশঘরা থেকে মহিষগড়িয়া পর্যন্ত দায়সারা ভাবে রাস্তার কাজ হলেও তিলকুড়িয়ার পর থেকে আর কাজ হয় নি।মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে।আর গত মঙ্গলবার খবর প্রকাশের পর কেবলমাত্র চোপা রথতলা এলাকার যে গর্তটার ছবি পোস্ট করেছিলাম সেই জায়গার গর্তটাই দায়সারা ভাবে অর্ধেক বোজানো হয়েছে,পুরো টা নয়।পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষের কি নজরে পড়ছে না রাস্তার বেহাল দশা ? এবার কি তাহলে পুরো রাস্তার দাঁত বের করা ছবি প্রকাশ করতে হবে ? তবেই কি পুরো রাস্তা সংস্কার হবে ? তা না হলে কি পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে না ? কেন দায়সারা ভাবে কাজ করছে পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষ ? পুরো রাস্তার অবস্থা তো খারাপ,খানাখন্দে ভরা।তাহলে শুধু যে জায়গার ছবি খবরে প্রকাশিত হলো শুধু মাত্র সেই জায়গার গর্তটাই অর্ধেক বোজানো হল কেন ? কেন তিলকুড়িয়ার পর থেকে রাস্তা সংস্কারের কাজ বন্ধ হল ? কেন খানপুর থেকে গুড়াপ পর্যন্ত পুরো ২৩ নং রাস্তাটা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না ? বড়সড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তবে কি টনক নড়বে পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষের ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

জিনিস পত্রের দাম খতিয়ে দেখতে এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রুখতে বাঁকুড়ার খাতড়া থানা এলাকার বিভিন্ন সবজি বাজার, মিষ্টির দোকান এবং সারের দোকানে হানা দিল খাতড়া থানার পুলিশ এবং ডিএবি আধিকারিকরা।

জামালপুরের চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভৈরবপুর গ্রামের শ্মশান চত্বরে নেই কোনো আলোর ব্যবস্থা,নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। দিনে সমস্যা না হলেও রাতে মৃতদেহ দাহ করতে এলে প্রচন্ড সমস্যায় পড়েন মানুষ। অবিলম্বে শ্মশান চত্বরে আলো এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করুক প্রশাসন, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

ধনিয়াখালির সার্কেল ইন্সপেক্টর রামগোপাল পালের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

গুড়াপ থানার ওসি কৌশিক দত্ত'র হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

(প্রথম পাতার পর) পথশ্রীর হতশ্রী চেহারা !

কারনে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে পথশ্রী প্রকল্পে নতুন পিচ রাস্তা নির্মাণের কাজ,অভিযোগ।নির্বিকার প্রশাসন।ডাকাতিয়া খালের বাঁধের রাস্তায় কিছুটা অংশে পাথর বিছানো হয়েছিল,সবটা হয়নি।কিন্তু তারপর থেকেই অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে পথশ্রী প্রকল্পে নতুন পিচ রাস্তা নির্মাণের কাজ।চরম ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন।যদিও মহাপ্রভুতলা থেকে পূর্ব পাড়া হয়ে ভৈরবপুর-ইলামপুরের সংযোগস্থলের পুল পর্যন্ত রাস্তাটা আগে থাকতেই ঢালাই দেওয়া,এর ওপর দিয়ে পিচ হওয়ার কথা।কিন্তু কি কারণে রাস্তার কাজ বন্ধ সে বিষয়ে সন্ধিহান এলাকার মানুষজন।দেড় বছর পার হয়ে গেলেও কেন এখনও শেষ হল না পথশ্রী প্রকল্পে নতুন পিচ রাস্তা নির্মাণের কাজ ? শুরু হয়েও কেন বন্ধ হল রাস্তার কাজ ? খাতায় কলমে রাস্তা কি কমপ্লিট হয়ে গেল ? টাকা কি ভূতে খেয়ে নিল ? রহস্যটা কী ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

ধনেখালি থানার ওসি গৌরাঙ্গ দে'র হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অরুণ মাঝির হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

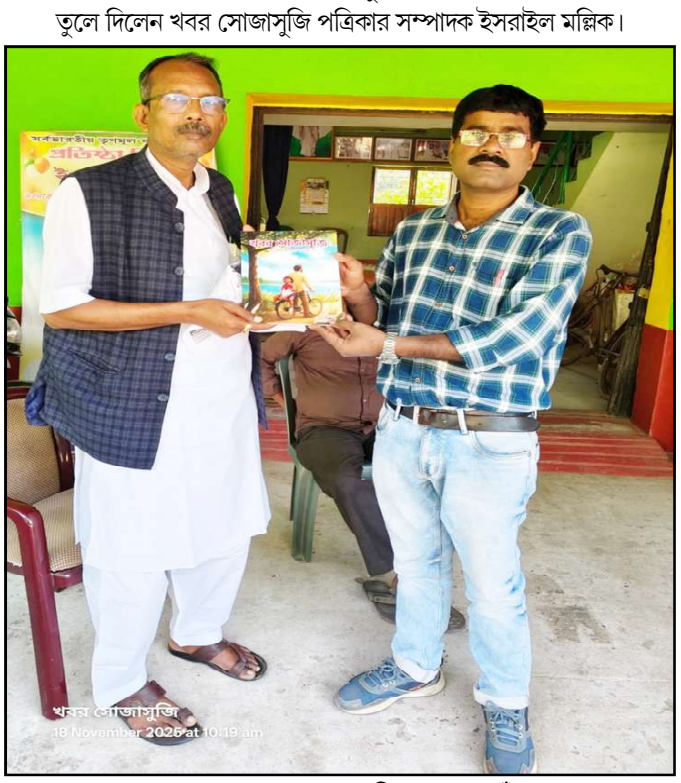

জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁনের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

(প্রথম পাতার পর) বিকল পানীয় জলের প্রকল্প

ওয়াটার এটিএম সারানোর জন্য পঞ্চায়েতে বলা হলে পঞ্চায়েত থেকে জানানো হয়েছে ওন ফান্ড নেই,পাড়া থেকে চাঁদা তুলে সারান,অভিযোগ। যদিও এর আগেও খারাপ হয়েছিল পানীয় জলের প্রকল্পটি।তখনও পাড়া থেকে চাঁদা তুলে সারানো হয়েছিল বলে জানা গেছে।এলাকাবাসীর অভিযোগ,প্রত্যেকবার তো পাড়া থেকে চাঁদা তুলে সারানো সম্ভব নয়,পঞ্চায়েতকেও তো দায়িত্ব নিতে হবে।পঞ্চায়েত যদি বৈধ ভাবে ইলেকট্রিক কানেকশনের ব্যবস্থা করতে না পারে এবং ওয়াটার এটিএম খারাপ হলে যদি পঞ্চায়েত সারাতে না পারে তাহলে এই ওয়াটার এটিএম বসানোর দরকার কি ছিল ? এটা কি তাহলে শুধু লোক দেখানোর জন্য ? উঠছে প্রশ্ন।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জিরাটের চরখয়রামারি নদী তীরবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ নষ্ট করল বলাগড় থানার পুলিশ।

আলু বসানোর মরসুমে চলছে সারের কালোবাজারি !

নিজস্ব প্রতিবেদন - আলু বসানোর মরসুমে চলছে সারের কালোবাজারি।এমআরপি'র থেকে বেশি দাম নেওয়ার অভিযোগ এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে।১৯২৫ টাকার এনপিকে ১০:২৬:২৬ সার কোথাও ২০০০ টাকা,কোথাও ১৯৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ।পাকা রসিদও দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। চরম ভোগান্তির শিকার চাষীরা।নির্বিকার প্রশাসন।সারের কালোবাজারি রুখতে মার্কেটে দেখা নেই কৃষি দফতরের আধিকারিকদের,নেই প্রশাসনিক নজরদারি,অভিযোগ।জামালপুর,ধনেখালি সহ সর্বত্র একই ছবি।

''বর্ধমানের ডিএম এখানে আছেন বেআইনিভাবে।ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার হওয়ার যোগ্যতা তার নেই।ডিএম এখানে অবৈধ কার্যে যুক্ত'', মেমারিতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ধনেখালি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বিএলও'কে সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন - এনুমারেশন ফর্ম একশো শতাংশ বিলি ও সংগ্রহ করে একশো শতাংশ ডিজিটাইজ করার জন্য ধনেখালি ব্লকের খাজুরদহ মেলকি পঞ্চায়েতের শিবপুর ১৮৪ নং বুথের বিএলও প্রবীর ঘোষালকে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল।উনি পেশায় স্কুল শিক্ষক।শিবপুর বুথের মোট ভোটার ৫৭১ জন।সময়ের অনেক আগেই তিনি ফর্ম বিলি,সংগ্রহ ও ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ করলেন।শনিবারই তিনি সব এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ করে অফিসকে জানিয়েছেন।তার কাজের প্রশংসা করে মঙ্গলবার তাকে সংবর্ধিত করেন ধনেখালির বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

● খবর সোজাসুজি'র খবরের জেরে নড়ে চড়ে বসল প্রশাসন।মাতালদের দৌরাত্ম বন্ধ করতে গোহালদহ পুলমাথা থেকে গাড়লমুড়ি যাবার রাস্তায় শুরু হল জোরদার পুলিশি টহলদারি।

● ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পর বিহারে কারো বাড়িতে আগুন লাগানো হয় নি,কাউকে ভয়ে ঘর ছাড়াও হতে হয় নি।কারো পার্টি অফিসে ভাঙচুরও হয় নি।যেই জিতুক বাংলাতেও এরকম পরিবেশ চাই।

● স্ত্রীর হাতে স্বামী খুন ! গ্রেফতার অভিযুক্ত প্রাক্তন স্ত্রী ও তার মেয়ে। তারকেশ্বরের কানাড়িয়া দক্ষিণ পাড়া কেশবচক এলাকার ঘটনা।

● বদলি হয়ে গেলেন তারকেশ্বর থানার ওসি তন্ময় বাগ।তারকেশ্বর থানার নতুন ওসি হচ্ছেন সুব্রত সাধু।

● বদলি হয়ে গেলেন মালদার এসপি প্রদীপ কুমার যাদব।তাকে উত্তর দিনাজপুর এসপি ট্রাফিক করা হয়েছে।মালদার নতুন এসপি হচ্ছেন অভিজিৎ ব্যানার্জি।তিনি পুরুলিয়ার এসপি ছিলেন।

● বদলি হয়ে গেলেন বাঁকুড়ার এসপি বৈভব তিওয়ারি। তিনি পুরুলিয়ার এসপি হচ্ছেন।বাঁকুড়ার নতুন এসপি হচ্ছেন সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের এসপি ছিলেন।

● গুড়াপ থানার উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গনে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।মোট ৫০ জন রক্তদাতা এদিনের শিবিরে রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের হাতে আম, পেয়ারা সহ বিভিন্ন ফলের চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়।উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীন পুলিশের ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সী,সিআই ধনেখালি রামগোপাল পাল, গুড়াপ থানার ওসি কৌশিক দত্ত সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

জামালপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বিএলও'কে সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন - এনুমারেশন ফর্ম একশো শতাংশ বিলি ও সংগ্রহ করে একশো শতাংশ

ডিজিটাইজ করার জন্য জামালপুর ব্লকের বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং বুথের বিএলও মঞ্জু বাগকে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল।উনি পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী।চক কৃষ্ণপুর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেরই কর্মী তিনি।ওই বুথের মোট ভোটার ৯৩৯ জন।সময়ের অনেক আগেই তিনি ফর্ম বিলি,সংগ্রহ ও ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ করলেন। সোমবারই তিনি এসআইআর সংক্রান্ত সব কাগজপত্র ব্লকে জমা দিয়েছেন। বেরুগ্রামের চক কৃষ্ণপুর(বুথ নং ৬) বুথের বিএলও মঞ্জু বাগ বর্তমানে থাকেন মেমারির পাল্লা এলাকায় বলে জানা গেছে।তার কাজের প্রশংসা করে গতকাল তাকে সংবর্ধিত করলেন জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথি দে।

ফিরে পাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন - বৃহস্পতিবার গুড়াপ থানা প্রাঙ্গনে আয়োজিত ফিরে পাওয়া

অনুষ্ঠানেরং মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া ২৭ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল গুড়াপ থানার পুলিশ।উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীন পুলিশের ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সী,সিআই ধনেখালি রামগোপাল পাল,গুড়াপ থানার ওসি কৌশিক দত্ত সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এসআইআর সহ একাধিক ইস্যুতে ডিএম অফিসে শুক্রবার বৈঠক করলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েষা রানি এ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com